রাখী বন্ধন: আমাদের স্মৃতি

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়

বিজয় চাঁদ রোড, পূর্ব বর্ধমান

রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: এক

লেখা: নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য (উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,21)

রাখী পূর্ণিমা- ঐতিহ্য বাহী এক অনুষ্ঠান। না শুধু ধর্মীয়, না ঐতিহাসিক, এক সাংস্কৃতিক আচার, যা ভাইবোনের বন্ধনের সাক্ষী। যা তাদের পারস্পরিক সম্মান, ভালবাসা, বিপদের সময় পরস্পরের প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি নিদর্শন। তা সে শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্রৌপদীরই হোক বা শ্রী বিষ্ণু ও পার্বতীর হোক বা একালের কোন সাধারন সংসারে দুই ভাইবোন।

রাখী পূর্ণিমায় আমার স্মৃতিতে অনেক মজার অভিজ্ঞতা আছে। কিছু একাকিত্বেরও। একাকিত্বের বলছি কারণ কখনও সখনও পরিস্থিতি চাপে সামনাসামনি উপস্থিতি হয়ে দাদাদের হাতে রাখী পরাতে পারিনি, কিন্তু তারপর যখনই সম্ভব হয়েছে, রাখী পরানো বাদ যায়নি। আবার কখনও রাখী পাঠিয়েও দিয়েছি। দাদা না হয় নিজেই পরল, তবুও সেই রাখীর সাথে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভালবাসা, এবং সদা সর্বদা পাশে থাকার অঙ্গীকার – সব উপকরণ একশো শতাংশ মজুত। আর এসবের সাথে উপহারের বন্যা তো আছেই। দাদার কাছে বোনের বা দিদির কাছে ভাইয়ের এই আবদার তো সম্পর্কে জোরেরই একরূপ।

যখন এতো ভাই বোনদের নিয়ে কথা হচ্ছেই, তখন একটি কথা এখানে উল্লেখ্য। রাখী পূর্ণিমার ধারণাটি যেহেতু ভালবাসা, সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে, তাই এক্ষেত্রে দিদি, বোন বা বন্ধুরা বাদ যাচ্ছেন না। হ্যাঁ, আমরা দাদাদের, বন্ধুদের বা বোনদের রাখী বাঁধি। প্রত্যয়, প্রতিরক্ষা, প্রীতি এসব যেমন লিঙ্গ দেখে হয়না, তেমনই রাখী বন্ধনও আজ শুধু ভাইবোনের সম্পর্কে বন্দী নয়, ছড়িয়ে পড়েছে বোন-বোন বা বন্ধু-বন্ধুর সম্পর্কেও।

এই সম্পর্কগুলো এমনই, যে এখানে রক্তের বন্ধন বা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোন পারিবারিক সমন্ধ খুব কমই মূল্য রাখে। এমন বলছি কারণ আমাদের প্রায় সকলেরই এমন দাদা বা ভাই বা বোন বা দিদি আছেন, যাদের হয়তো আমরা জন্ম হতে চিনি না, বা আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত কোন সম্পর্ক নেই, তবু ঐ একটি রাখী দিয়ে একটা অটুট সম্পর্ক তৈরি করতে বেশি সময়ও লাগে না, যেখানে ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সম্মানের এক চিলতে অভাব নেই। এমন দাদা, ভাই বোনেরা যাদের নিজেদের হয়তো ভাই বোন নেই, অথচ আমাদেরকে এমন ভাবে আপন করে নেন, যেখানে কখনও কখনও রক্তের সম্পর্ক হার মানে।

এমন সমস্ত স্মৃতি, শিক্ষা, প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক, বন্ধন সব কিছুকে নিয়ে আমাদের রাখী বন্ধন, যেখানে ধর্ম নয়, জাতি নয়, পদমর্যাদা নয়, শুধুমাত্র ভালবাসা, সম্মান, মর্যাদার অঙ্গীকার গুরুত্বপূর্ণ। আমার মতনই সমস্ত বোন বা দিদিদের স্মৃতিতে বেঁচে থাক রাখী পূর্ণিমা। বিশ্ব মনে রাখুক সমস্ত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সম্পর্ককে। জগৎ যতই এগিয়ে যাক, আধুনিকতা যতই বেড়ে উঠুক, সম্পর্ক সীমাবদ্ধ হোক ভিডিও চ্যাটে বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, এই ঐতিহ্য বেঁচে থাকুক। আর বাঁচিয়ে রাখুক সমস্ত ভাইবোন, বোনদের বা বন্ধুদের সম্পর্ককে।

রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: দুই

লেখা: ওয়াহিদা পারভিন (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার,21)

রাখী বন্ধন উৎসব বললেই ফিরে যেতে ইচ্ছে করে এই ভার্চুয়াল ইন্টারনেট দুনিয়া ছেড়ে বেশ কিছু বছর পিছনে। এখন এখনকার রাখী বন্ধন মানে কর্পোরেট দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে কেবলই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার ছড়াছড়ি। নেই সেই রাখির সুতোয় আদর-ভালোবাসা লাগানো সেই অনুভূতি।

আমার ছোটবেলায় রাখী বন্ধন ছিল একদম অন্যরকম যার প্রস্তুতি শুরু হতো এক মাস আগে থেকে। আমি আর মা মিলে তৈরি করতাম সেইসব রাখী মায়ের সাহায্যে আমার সেই কাঁচা হাতে। তবে আমার সেইসকল রাখী আজকালকার ফ্যান্সি দুনিয়ার রাখী সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠতে না পারলেও সেগুলি কেবলই রাখী ছিল না তার প্রত্যেকটা সুতোয় ছিল অনেক মায়া আদর-ভালোবাসা জড়ানো।

আর সব শেষে যখন রাখির দিন আসত উত্তেজনা নিয়ে সারাদিন ধরে গণণা চলত কার হাতে কতগুলি রাখী আর কার কতগুলি গিফট হয়েছে এই নিয়ে যার রেশ চলত সপ্তাহভর। সব থেকে মজার বিষয় ছিল যখন প্রধান শিক্ষিকা সেই এক টাকার লজেন্স বিলি করতেন আর আমরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর চলত রাখির আদান-প্রদান। বাড়ি ফিরতাম দুই হাত ভর্তি রাখী নিয়ে আর সেগুলো জমিয়ে রাখতাম আলমারিতে বছরভর।

আজ এই ব্যস্ততাময় ইন্টারনেট দুনিয়ায় আমার সেইসব রাখী হারিয়ে গেছে। কেবলই পড়ে রয়েছে এক টুকরো সুন্দর স্মৃতি। আজকাল নিজের হাতে রাখী পরিয়ে দেওয়ার জায়গা দখল করেছে মেসেজের কোলাহল। মাঝেমধ্যে মনে হয় পুরনো ফ্রিজ দিয়ে নতুন ফ্রিজের জায়গায় যদি আমার বড় বেলার বদলে ছোটবেলার দিনগুলি এক্সচেঞ্জ অফারে পাওয়া যেত তাহলে আবার হয়তো নতুন করে উপভোগ করতাম আমার সেই ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া রাখী বন্ধন।

রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: তিন

লেখা: অন্বেষা দাশগুপ্ত (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার,21)

আজকাল মুখ ঢেকে যায় ত্রস্ত ব্যস্ততায়.... সেই দিনান্তে সহজ পাঠের চাকা চাকা দাগ ওলা বাঘের সাথে, ঝিঝি ডাকা সন্ধ্যেবেলা আর একমুঠো জোনাকীর সাথে হারিয়ে যায় ছেড়া শৈশব। চেনা সেই কাদামাটি আর ধুলোর গন্ধ যে চুরি হয়ে গেছে সেটা সত্যি.... দূরবীন দিয়েও তাই খুঁজে পাওয়া যায় কই আলোকবর্ষের দূরত্বকে। শৈশবের শুধু আনন্দের জন্যই আনন্দ জমির নো-ম্যানস ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে ভালোবাসার গোল্লাছুট আজ আর মেলে কই। যদিও খুব ছোটবেলার পরিষ্কার কোন স্মৃতি আমার নেই তবুও হালকা আবছা মনে পড়ে দুর্গাপুজোর অনেক আগে থেকেই দেওয়ালের শ্যাওলা, মাঠের ঘাস, ইটের গুঁড়ো, বালি আর কাদায় মাখানো কাপড়ের পাহাড় দিয়ে উৎসবের কাউন্টডাউন। আর আমার এই কাউন্টডাউন এর প্রথমেই ছিল ভাই বা দাদার মঙ্গল কামনায় বাঁধা হাতে গড়া স্পঞ্জ পুতি আর সুতোর যুগলবন্দীর উৎসব।

আজ থেকে দশ পনের বছর আগে রাখী নিয়ে এত ধুমধাম ছিলনা। হাতে রাখী পরিয়ে মিষ্টিমুখ অবধি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন রাখীতেও এসেছে পরিবর্তন। থিমের রাখীর সাথে রাখী উপলক্ষে অনলাইন শপিং এর ডিসকাউন্ট··· কফি মগ। কবে থেকে যে মামা নতুন জামা কাপড় পরে সকালেই চলে আসতো সেটা ঠিক জানি না বা হয়তো আমার স্মৃতিতে নেই আর। তবে টুকরো-টুকরো মনে পড়ে সকাল থেকেই মা ঠাকুমার ব্যস্ততা... মামার ফোঁটা নেওয়া··· মায়ের 'প্রণাম কর' বলে পা এগিয়ে দেওয়া... মিষ্টির প্লেট সরিয়ে দুপুরের খাবার সরিয়ে মধ্যে বাটির মিছিল। আমার গায়ে তখনও মোরামের রাস্তা ছাপিয়ে মাটির সোঁদা গন্। ঝুপ করে নেমে আসা সন্ধ্যা আর ঝিঝির দাক ছাপিয়ে উপচে পড়তো আড্ডা হই-হুল্লোড়ের ঝাঁপি। একটা সাজ সাজ রব ইলাহি আয়োজনে হইহই করত বাড়িটা।

এরই ফাঁকে কবে থেকে যে দিনটা হয়ে উঠেছিল দাদু আর নাতনির সেটা আজ আর মনে পড়ে না। ছোটবেলার কোন এক বছরে আমার অহেতুক বায়নাক্কা... মাকে নকল করার জেদ নাকি সবার বাড়তি আশা রাখীর সদ্ব্যবহারের তাগিদ··· কিসের তাড়নায় শুরু হয়েছিল পথ চলা তা আজ ফিকে হয়ে গেছে ছেলেবেলার আবছা কুয়াশায়। তবে প্রথমবার নার্সারি স্কুলের বাথরুমে গিয়ে রাখী পড়ার অভিজ্ঞতাটাই আলাদা। কিংবা হাইস্কুলে স্কুলের গ্রুপ ডি স্টাফ যাকে কিনা কাকু বলে সম্বোধন করলেও হাতে রাখী বাঁধার কথা না ভোলা... এইসব মুহূর্তগুলো আজও স্মৃতি সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে। তবে সবচেয়ে বেশি উঠে আসে রাখীর সময় আগের দিন কিনে লুকিয়ে রাখা ক্যাডবেরী নিয়ে স্নান সেরে নতুন জামা পরে... 'কইরে গুডগুডি' বলে দাদুর হাঁক পেড়ে হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এটা কেমন যেন অভ্যাসের রক্তে মিশে গেছিলো একটু একটু করে। তারপর কবে যেন ছায়ারা দীর্ঘ হয়, পড়ন্ত বিকেলের বট গাছের চেয়েও..... অতিমারীর ঝড় এসে ওলট-পালট হয় চার দেয়ালের বদ্ধ জীবন। এবার আর সেই লুকানো ক্যাডবেরী নেই। ফেলে যাওয়া চশমার কাচের ঝরে পড়ে মন খারাপের দীর্ঘশ্বাস, পড়ে থাকা একাকী ওয়াকার বলে একদিন অতিমারী শেষে হয়তো স্বাভাবিক হবে সব... হবে কি?

রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: চার

লেখা: মোনালিসা মন্ডল (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,21)

গোটা বছর অপেক্ষার পর এল সেই আনন্দের দিন

যেদিন শুধু ভাই-বোনদের উৎসবে মেতে ওঠার দিন ।।

প্রত্যেক রাখী বন্ধন বয়ে আনে এক মিষ্টি ভ্রাতৃপ্রেমের অনুভূতি,

সারা বছরের খুনসুটি মারামারি ও ঝগড়ার করে ইতি।।

রাখী বন্ধন হলো রংবেরঙের রেশমি ধাগার সমাহার,

রাখী বন্ধন হলো ভাইয়ের মঙ্গল কামনা আর ভালোবাসার অঙ্গীকার।।

সকাল-সকাল স্নান সেরে করি সব আয়োজন,

ভাইকে আসনে বসিয়ে শুরু হয় রাখী বন্ধন।।

ভাইয়ের হাতে রাখী পরিয়ে কামনা করি আমাদের দৃঢ় বন্ধন,

মজবুত হোক রাখীর বাঁধন, পবিত্র হোক এই শুভ মিলন।।

তারপর কপালে তিলক লাগিয়ে প্লেটে প্রদীপ জ্বালিয়ে মঙ্গল কামনা করি,

ভাই তুই দীর্ঘায়ু লাভ কর এই প্রার্থনা করি।।

সর্বশেষে মিষ্টিমুখ করাই তোর পছন্দের মিষ্টি পায়েস দিয়ে,

তারপর তুই অবাক করে দিস আমাকে সারপ্রাইজ গিফট দিয়ে।।

পৃথিবীর সকল ভাইদের জানাই রাখীবন্ধনের ভালোবাসা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা,

পৃথিবীর সকল ভাই দাদারা যেন ভাল থাকে এই আমার প্রবল ইচ্ছা।।

রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: পাঁচ

লেখা: শুভেচ্ছা ব্যানার্জি (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার,21)

রাখী বন্ধন উৎসবটি ভাইবোনের পবিত্র সম্পর্কের এক নিবিড় উদযাপন। তবে বর্তমানে শুধু ভাইবোনের মধ্যেই এই উৎসব সীমাবদ্ধ নেই। আপামর ভারতবাসীর মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য রাখী বন্ধন পালিত হয়। কেবলমাত্র হিন্দুই নয়, বরং জৈন, শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যেও রাখী বন্ধন উৎসব পালনের চল রয়েছে। উনিশশো পাঁচ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আয়োজিত রাখী বন্ধন কর্মসূচি চলে আসছে সমগ্র ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে। তাই আজ এই দিনটাকে এক মহা মিলন দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

দিনটা ছিল 2016 সালের 18 আগস্ট। রাখী বন্ধনের ও আমার জন্মদিন প্রথমবার একই দিনে ছিল। সকাল থেকেই খুশির আমেজ। সাধারণত জন্মদিনে স্কুল কামাই এর অভ্যাস ছিল আমার। কিন্তু সেই দিন স্কুল যেতে হয়েছিল এবং বেশ আনন্দ সহকারেই গিয়েছিলাম। সেদিন স্কুল থেকে আমাদের একটি স্থানীয় রাখী বন্ধন কর্মসূচী পালনের অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমদেরই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রীর সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের কথা ছিল। আমরা কয়েকজন, প্রধান শিক্ষিকা মহাশয়া ও কয়েকজন সহশিক্ষিকার সাথে সেই অনুষ্ঠানের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই। অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে ও সভাপতির স্বল্প ভাষণে। তিনি রাখী বন্ধন এর গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন। এরপরই শুরু হয় রাখী বন্ধন উৎসব। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হাতে রাখী পরিয়ে সৌহার্দের স্থাপনা করে। রংবেরঙের রাখীতে ভরে ওঠে প্রতিটি হাত এবং তারপরেই মিষ্টিমুখ, খাওয়া-দাওয়া। অনুষ্ঠান শেষ হয় আমাদের এক সমবেত সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে।

বাড়ি ফিরি ব্যাগ ভর্তি রাখী নিয়ে, যেগুলো সেই অনুষ্ঠান কতৃপক্ষ আমাদের দিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে সব ভাইবোনদের হাতে রাখী পরাই। সারাদিন এই এত আনন্দ অনুষ্ঠানের মাঝে ভুলেই গেছিলাম আমার জন্মদিনের কথা। সন্ধ্যেবেলায় ছোট করে তার উদযাপনের মাধ্যমে আবার স্মরণ এল। এইভাবেই এই দিনটা আমার কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অপেক্ষায় থাকবো আবারও এরকম একটা দিনের।

আজ কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমাকে পুনরায় এই দিনটার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। হয়তো কলেজ থেকে না বলা হলে আজ এই দিনটাকে লিখে রাখার কথা মনে থাকত না।

রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: ছয়

লেখা: দিশা দত্ত (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার,21)

রাখী বন্ধন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় উৎসব। এই পবিত্র উৎসবের মধ্য দিয়েই ঘরে ঘরে ভাইবোনদের মধ্যে অটুট সম্পর্ক বজায় থাকে। এই দিনটির জন্যই সমস্ত ভাই বোনেরা সারাবছর ধরে অপেক্ষা করে থাকে। আমার জীবনে এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের। এই দিনটিতেই আমরা বাড়ির সমস্ত ভাই বোনেরা এক জায়গায় আসি, প্রচুর হৈ-হুল্লোড় আনন্দ করেই গোটা দিন পার হয়ে যায়। এই দিনটিতেই দাদা ও ভাইদের থেকে প্রচুর উপহারও পাই।

গত বছর এই রাখী পূর্ণিমার দিনটিতে আমাদের খুব মজা করেই কেটেছিল। তবে গতবছর আমি আর আমার বোন এক প্রকার বায়নাই ধরে ছিলাম তাদের কাছে যে রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকবার আমরা বাড়িতেই সবাই মিলে মজা করি, খুব একটা বাইরে যাওয়া হয়না বললেই চলে। তবে গতবছর তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। দাদারা প্রথমে অবশ্য রাজি না হলেও আমাদের জেদের কাছে হার মেনে গিয়েছিল। তাই সকালে রাখী পরিয়ে বিকেলে আমরা সবাই মিলে রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলাম। আমাদের (আমার ও বোনের) পছন্দের সমস্ত খাবারই অর্ডার করেছিল। সাথে সাথে পছন্দের আইসক্রিমও।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ির সবার জন্য খাবার প্যাক করে আমরা যখন বাড়ি ফিরছিলাম, ঠিক সেই সময় এক গরিব ভিখারি আমাদের সামনে চলে আসে, কোলে ছোট একটি শিশু। তাদের দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তারা অনেকক্ষণ কিছু খায়নি। তাই আমরা আমাদের খাবারের কিছু ওদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। রাখীবন্ধনের এই পবিত্র দিনে ওদের কিছু খাওয়াতে পেরে আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। তাই প্রত্যেক বারের থেকেও এই দিনটি অর্থাৎ গত বছরের রাখী পূর্ণিমার দিনটাই আমার কাছে স্মৃতি হয়ে থাকবে।

রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: সাত

লেখা: অনন্যা পাল (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,21)

"রাখী বন্ধন মানে রঙবেরঙের সমাহার,

রাখী বন্ধন মানে ভালোবাসার অঙ্গীকার"

রাখী বন্ধন বলতে প্রথমেই যার কথা মনে পড়ে তিনি হলেন আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গভঙ্গের সময় হিন্দু-মুসলিম তথা প্রতিটি বাঙালির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলতে এই উৎসবের সূচনা। রাখীবন্ধন অর্থাৎ প্রতিরক্ষার বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করে সকলে যাতে জোটবদ্ধ হয়ে এই বাংলাকে ভাগ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে তার জন্যই এই অনুষ্ঠানের সূচনা। ভারতবর্ষের অনেকগুলো উৎসবের মধ্যে এটি অন্যতম।

ছোটবেলা থেকে এইসব জানার সাথে সাথে প্রতি বৎসর দাদার হাতে রাখী বেঁধে এই দিনটি উদযাপন করি। কিন্তু এই দিনে ঘটা এক বিশেষ ঘটনা আমার স্মৃতির পাতায় চিরউজ্বল হয়ে থাকবে। আমার তখন ক্লাস সেভেন। রাখী কিনে বাড়ি ফিরছি মায়ের সাথে বাসে করে। বাসে বসে হঠাৎ শুনতে পেলাম এক ব্যক্তির ফোনের বার্তালাপ। শুনলাম তিনি ফোনের অপর পাশে থাকা ব্যক্তিকে বলছেন তিনি এবারে তাঁর কাজের চাপের জন্য আর বাড়ি ফিরতে পারবেন না। পিছন ঘুরে দেখি তিনি একজন জওয়ান। নিশ্চয়ই তার বোনও তার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় আছে। তার মুখ বিষণ্ন দেখে আমার খুবই খারাপ লাগলো। বাসস্টপ চলে আসার আগেই, মায়ের থেকে অনুমতি নিয়ে আমি গেলাম সেই দাদার কাছে এবং পরিয়ে দিলাম আমার শখ করে কেনা রাখীটা। উনি খুবই খুশি হলেন এবং আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই আমি বলে উঠলাম 'আমার দাদা তো কেবল আমাকেই রক্ষা করবে, কিন্তু আপনি তো গোটা দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন'।

তার মুখে যে হাসির রেখা আমি দেখেছিলাম তা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যাইহোক তিনিও আমাকে হতাশ না করে অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে মা আমাকে আরেকটা রাখী কিনে দিয়েছিল দাদার জন্য। জীবনের কাটানো রাখী উৎসবগুলোর মধ্যে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনাটি আমার কাছে সবচেয়ে স্মরণীয়।

রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: আট

লেখা: সুরভী ঘোষ (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,20)

হিন্দু সংস্কৃতির প্রাকৃত আচার-অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে রাখী বন্ধন বিশেষ বার্তা বহন কারী ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। রাখী বন্ধন উৎসব এর তাৎপর্যতা পুরানবিজ্ঞানে কৃষ্ণ - দ্রৌপদীর রক্ষা নিবারণ করা থেকে ঐতিহাসিকতায় মহামতি আলেকজান্ডার ও পুরু রাজার কাহিনী যেখানে আলেকজান্ডারের স্ত্রী রোজানার কথামতো তার স্বামীকে পুরু রক্ষা করেন এবং বর্তমানে সকল ধর্ম বৈষম্যের উর্ধ্বে গিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধের সম্মান রক্ষায়। বর্তমানে আমরা রাখীবন্ধন বলতেই যা বুঝি তা আমার কাছে খুব মূল্যবান।

ওরা সব বোঝে, সব জানে, খেলার সময় টিভি চ্যানেল চেঞ্জ করে সিরিয়াল দেখলে রেগে জানি রেগে যাবে তাও দেখি, প্লেট থেকে বিরিয়ানির আলু তুলে নেওয়া পাপ, তাও নেয়। মা-বাবার সামনে সিগারেট খাওয়ার কথা তুলে অপ্রস্তুতে ফেলা… মাঝেমধ্যে মনে হয় ওরা আছে কেন পৃথিবীতে? তারপরে মনে হয় না থাকলে কি যে হতো? নিজের জমানো টাকা থেকে ভাগ দেওয়া, মা-বাবার বকুনি থেকে বাঁচানো, সব সময় পাশে থাকা, সব অপরাধের অংশীদার। বন্ধন দীর্ঘজীবী হোক ভাই বোনের ভালোবাসায়, যত্নে।

বিশ্বকবি কবিগুরু, বাঙ্গালীর গর্ব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষের ‘ঐক্যবল’ প্রবলতর করার হেতু এই রাখী বন্ধন উৎসব পালনের জন্য আহবান করেন। তারই দূরদর্শিতা আমার ভাষায় ব্যক্ত করলাম –

‘‘বাড়াও শক্তি মোদের গর্বে, চূর্ণ হোক তাদের দর্ভ,
ফিরে যাক তারা বর্ষ থেকে, উদয় হোক ভারতে নতুন সূর্য,
শান্তিধারায় আসুক নেমে মনুষ্যত্বার পরিচয়;
দায়িত্ববোধের জাগরণ হোক, ধর্ম বৈষম্যের অবসান।‘‘

রবি ঠাকুরের লেখায়, ‘‘বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন - এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান’’।

সম্পাদনা: **আমার স্মৃতি** প্রকাশনার পক্ষ হতে ড: অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান (সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ: রাখী পূর্ণিমা, 22শে আগষ্ট, 2021